বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়
৮৩-৮৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা-১০০০।
এসএমই বিভাগ
email:dgmsme@krishibank.org.bd

সুত্র নং-বিকেবি-প্রকা/এসএমইবিঃ/৭(০১)/২০২৩-২০২৪/ ২৭৪ (২২৫০) তারিখঃ ০৮/০৪/২০২৪

বিষয়ঃ (ক) কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ (সিএমএসএমই) এর অনুকূলে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ঘোষিত ২৫০০০.০০ (পঁচিশ হাজার) কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন স্কিম, (খ) নারী উদ্যোক্তাদের জন্য স্মল এন্টারপ্রাইজ খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম এবং (গ) পরিবেশবান্ধব পণ্য/উদ্যোগ/প্রকল্পের জন্য ৪০০ (চারশত) কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে শাখাসমূহকে সুদ ভর্তুকি প্রদান প্রসঙ্গে।

শিরোনামে বর্ণিত বিষয় এর প্রতি সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

০২। (ক) কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ (সিএমএসএমই) এর অনুকূলে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং- ০৪, তারিখ ১৯ জুলাই,২০২২ মূলে ২৫০০০.০০ (পঁচিশ হাজার) কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন স্কিম, (খ) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং- ০২, তারিখ ০৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ মূলে সিএমএসএমই খাতে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য স্মল এন্টারপ্রাইজ খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম নামে ৩০০০.০০ (তিন হাজার) কোটি টাকার স্কিম এবং (গ) বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয় ঢাকার সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টের এসএফডি সার্কুলার নং-০২/২০২৩, তারিখঃ ৩০ আগস্ট ২০২৩ মূলে পরিবেশবান্ধব পণ্য/প্রকল্প/উদ্যোগ এর জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম এর আওতায় বিকেবি'র শাখা পর্যায়ে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম তরান্বিত করা লক্ষ্যে ২৭/০৩/২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির ৪৬৭ তম সভায় বর্ণিত স্কিমসমূহের আওতায় বিতরণকৃত ঋণসমূহের উপর শাখা পর্যায়ে যথাক্রমে ৫%, ৪.৫% ও ৪% হারে সুদ ভর্তুকির প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

০৩। হিসাবায়ন প্রক্রিয়া ঃ বর্ণিত স্কিমসমূহের আওতায় বিতরণকৃত ঋণসমূহের উপর মেয়াদানুসারে যথাক্রমে ৫%, ৪.৫% ও ৪% হারে সুদ ভর্তুকি হিসাবায়ন করে প্রধান কার্যালয় হতে শাখা বরাবর প্রেরণ করা হবে। শাখা পর্যায়ে প্রধান কার্যালয় হতে ইস্যুকৃত ক্রেডিট এ্যাডভাইস সাড়া প্রদান করার প্রয়োজন হবে না। প্রধান কার্যালয়ের কেন্দ্রীয় হিসাব বিভাগ কর্তৃক আইসিটি সিস্টেমস বিভাগ এর সহায়তায় স্বয়ংক্রিয় ভাবে শাখার সাড়া প্রদানের কাজটি সম্পন্ন করা হবে। এক্ষেত্রে শাখা পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণসমূহ পোর্টালে এন্ট্রি প্রদান নিশ্চিতকরণ করতে হবে। বিকেবি, ওয়েব পোর্টালের রিপোর্ট অনুযায়ী শাখা ভিত্তিক বিতরণকৃত ঋণের উপর সুদ ভর্তুকির পরিমাণ হিসাবায়ন করা হবে। যদি কোন শাখা আলোচ্য স্কিমসমূহের আওতায় ঋণ বিতরণ করা সত্ত্বেও পোর্টালে এন্ট্রি প্রদান না করে সেক্ষেত্রে বিতরণকৃত ঋণের উপর বর্ণিত সুবিধা প্রাপ্য হবে না।

০৪। প্রধান কার্যালয় হতে শাখা পর্যায়ে কম্পিউটার সিস্টেম এর মাধ্যমে উক্ত সুদ ভর্তুকি প্রদান করা হবে বিবেচনায় শাখা পর্যায়ে কোন ভাউচার প্রস্তুতের প্রয়োজন হবে না।

০৫। এমতাবস্থায়, বর্ণিত স্কিমের আওতায় ঋণ বিতরণ কার্যক্রম তরান্বিত করার জন্য মাঠ কার্যালয়সমূহের সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো।

অনুমোদনক্রমে-

আপনার বিশ্বস্ত

০৮/০৪/২০২৪
(আনন্দ মোহন গোপ)
উপমহাব্যবস্থাপক
ফোনঃ ০২৪৭১২০১৬৬

০১। মহাব্যবস্থাপক, বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ/স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, ঢাকা।
০২। উপমহাব্যবস্থাপক, কর্পোরেট শাখাসমূহ।
০৩। সকল মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক।
০৪। সকল শাখা ব্যবস্থাপক (মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের মাধ্যমে)
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

বিষয়ঃ (ক) কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ (সিএমএসএমই) এর অনুকূলে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ঘোষিত ২৫০০০.০০ (পঁচিশ হাজার) কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন স্কিম, (খ) নারী উদ্যোক্তাদের জন্য স্মল এন্টারপ্রাইজ খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম এবং (গ) পরিবেশবান্ধব পণ্য/উদ্যোগ/প্রকল্পের জন্য ৪০০ (চারশত) কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে শাখাসমূহকে সুদ ভর্তুকি প্রদান প্রসঙ্গে।

সূত্র নং-বিকেবি-প্রকা/এসএমইবিঃ/৭(০১)/২০২৩-২০২৪/ তারিখঃ ০৮.০৪.২০২৪

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

০১। চীফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০২। স্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক-১, ২, ৩ মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০২। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৩। উপমহাব্যবস্থাপক, শাখা নিয়ন্ত্রন ও ব্যবসা উন্নয়ন বিভাগ, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৬। উপমহাব্যবস্থাপক, আইসিটি সিস্টেমস বিভাগ, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। **উপরোক্ত পরিপত্রটি ব্যাংকের অফিসিয়াল ওয়েব সাইটে আপলোড করার জন্য অনুরোধ করা হলো।**
০৭। সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বিকেবি, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়সমূহ।
০৮। সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বিকেবি, আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়সমূহ।
০৯। নথি/মহানথি।

Sarkar

(মোঃ পারভেজ কাওসার সরকার)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক

বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ।
www.bb.org.bd

এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্ট

এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-০৪

তারিখঃ শ্রাবণ ০৪, ১৪২৯ / জুলাই ১৯, ২০২২

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী

বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান

প্রিয় মহোদয়,

কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগে (সিএমএসএমই) অর্থায়নের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম প্রবর্তন প্রসঙ্গে।

দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ (সিএমএসএমই) গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। এ খাতটি শ্রমনিবিড় ও স্বল্প পুঁজি নির্ভর হওয়ায় এবং এর উৎপাদন সময়কাল স্বল্প হওয়ায় আমদানী বিকল্প সেবা/পণ্য উৎপাদনসহ জাতীয় আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ইতিবাচক অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছে। অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও সিএমএসএমই খাতের বিকাশ ও উন্নয়নের অপার সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশকে কর্মসংস্থানমুখী ও শিল্পভিত্তিক অর্থনীতির দেশে পরিণত করার ক্ষেত্রে সিএমএসএমই খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

০২। দেশের সিএমএসএমই খাতে নিয়োজিত উদ্যোক্তাদের মাঝে সহজশর্তে অর্থ প্রাপ্তির সুযোগ তৈরী করা সম্ভব হলে তা জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনকে অধিকতর গতিশীল করবে। সে লক্ষ্যে, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে সিএমএসএমই উদ্যোক্তাদেরকে অপেক্ষাকৃত স্বল্প সুদে/মুনাফায় ও সহজ শর্তে ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক একটি পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠন করা হলো। উক্ত স্কিমটি পরিচালনার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত নির্দেশনাসমূহ অনুসরণীয় হবেঃ

২.১। **নামকরণঃ** স্কিমটি "সিএমএসএমই খাতে মেয়াদী ঋণের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম" নামে অভিহিত হবে।

২.২। **তহবিলের উৎসঃ** বাংলাদেশ ব্যাংক-এর নিজস্ব তহবিল।

২.৩। **তহবিলের পরিমাণ ও মেয়াদঃ** ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) কোটি টাকা, যা আবর্তনশীল হিসেবে পরিচালিত হবে। প্রয়োজনে তহবিলের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হবে। প্রাথমিকভাবে স্কিমটির মেয়াদ হবে ৩ (তিন) বছর।

২.৪। **পুনঃঅর্থায়নের ধরণ ও পরিধিঃ**

ক। এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-০২/২০১৯ এর আলোকে সংজ্ঞায়িত কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাগণকে প্রদত্ত মেয়াদী ঋণসমূহ এ স্কিমের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন প্রাপ্তির জন্য যোগ্য মর্মে বিবেচিত হবে;

খ। ক্লাস্টারভুক্ত সিএমএসএমই উদ্যোক্তাগণকে (সংযোজনী-ক মোতাবেক) পুনঃঅর্থায়নের ক্ষেত্রে সর্বাধিক অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। এতদ্ব্যতীত নারী উদ্যোক্তা, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন উদ্যোক্তা এবং যে কোন দুর্যোগে (যেমন: নদীভাঙ্গন, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা, মঙ্গা, অগ্নিকান্ড, ভূমিকম্প, ভবনধ্বস, কোভিড-১৯ এর ন্যায় অতিমারী ইত্যাদি) ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তাগণ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এ স্কিমের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা পাবে;

গ। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক এ স্কিমের আওতায় বিতরণকৃত মোট ঋণের ন্যূনতম ৭৫(পঁচাত্তর) শতাংশ কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের মাঝে সামগ্রিকভাবে বিতরণ করতে হবে এবং সর্বোচ্চ ২৫ (পঁচিশ) শতাংশ মাঝারি উদ্যোক্তাদের মাঝে বিতরণ করা যাবে;

ঘ। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক এ স্কিমের আওতায় বিতরণকৃত মোট ঋণের ন্যূনতম ৭০(সত্তর) শতাংশ উৎপাদন ও সেবা খাতে এবং সর্বোচ্চ ৩০ (ত্রিশ) শতাংশ ব্যবসা খাতে প্রদান করা যাবে;

ঙ। এ স্কিমের আওতায় গঠিত তহবিল এর বিতরণযোগ্য স্থিতি থাকার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান তাদের মাঝারি উদ্যোগের জন্য ঋণ বিতরণ করবে;

চ। খেলাপী ঋণগ্রহীতাগণ এ স্কিমের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রাপ্য হবেন না। ঋণ গ্রহীতার ঋণের শ্রেণীকরণ বিষয়ে সিআইবি হতে নিশ্চিত হতে হবে।

২.৫। পুনঃঅর্থায়নের বিপরীতে সুদের হারঃ অর্থায়নকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলে এ স্কিমের আওতায় পুনঃঅর্থায়িত অর্থের বিপরীতে বার্ষিক সুদের হার হবে ২% (দুই শতাংশ)।

২.৬। গ্রাহক পর্যায়ে সুদের হারঃ

ক। এ স্কিমের আওতায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক গ্রাহক পর্যায়ে আরোপিত বার্ষিক সুদের হার হবে সর্বোচ্চ ৭% (সাত শতাংশ);

খ। গ্রাহকের ঋণের ক্রমহ্রাসমান স্থিতির উপর সুদ আরোপ করতে হবে।

২.৭। ঋণের মেয়াদ, গ্রেস পিরিয়ড ও পরিশোধ সূচিঃ

ক। এ স্কিমের আওতায় প্রদত্ত ঋণের ক্ষেত্রে গ্রাহক পর্যায়ে গ্রেস পিরিয়ড হবে সর্বোচ্চ ৬ মাস। শিল্প/সেবা/ব্যবসার ধরনভেদে ঋণের মেয়াদ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক নির্ধারিত হবে। তবে, গ্রেস পিরিয়ডসহ ঋণের মেয়াদ ৫ (পাঁচ) বছর এর অধিক হবে না। পুনঃঅর্থায়নের মেয়াদ ঋণের মেয়াদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নির্ধারণ করা হবে;

খ। বাংলাদেশ ব্যাংক ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পুনঃঅর্থায়নের অর্থ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে সুদসহ কিস্তি আদায় করবে;

গ। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ গ্রেস পিরিয়ড বাদে মাসিক/ত্রৈমাসিক/ষান্মাসিক ভিত্তিতে গ্রাহকের নিকট হতে সুদসহ কিস্তি আদায় করবে। বিতরণকৃত ঋণ নির্ধারিত মেয়াদের পূর্বে আদায়/সমন্বয় হলে সুদসহ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ছাড়কৃত সমুদয় অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংককে পরিশোধ করতে হবে। অন্যথায়, উক্তরূপে অপরিশোধিত অর্থ ব্যাংক রেটে সুদসহ এককালীন আদায়যোগ্য হবে।

২.৮। **পুনঃঅর্থায়ন গ্রহণের যোগ্যতা ও আবেদন প্রক্রিয়াঃ**

ক। আলোচ্য স্কিমের আওতায় তফসিলি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে পরিচালক (এসএমইএসপিডি), এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা-এর সাথে একটি অংশগ্রহণ চুক্তি (Participation Agreement) সম্পাদন করতে হবে;

খ। সকল রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংক আলোচ্য পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার আওতায় ঋণ প্রদান করতে পারবে;

গ। বেসরকারি ও বিদেশী ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নিম্নোক্ত শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে পিএফআই হিসেবে অংশগ্রহণ করতে পারবেঃ

১. শ্রেণীকৃত ঋণ/বিনিয়োগের হার ১০% এর কম হতে হবে; এবং

২. ন্যূনতম ০৩ (তিন) বছরের ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

এতদ্ব্যতীত, বাংলাদেশ ব্যাংক পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদানকালে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ঋণ-আমানত অনুপাত, তারল্য অবস্থাসহ উপরিল্লিখিত নির্দেশকসমূহ যাচাই করবে।

ঘ। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতি মাসের ১৫ তারিখ এবং শেষ কর্মদিবসে পাক্ষিক ভিত্তিতে এ স্কিমের আওতায় বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক-এর নিকট নির্ধারিত ছকে (সংযোজনী-খ ও গ) উপরে বর্ণিত তারিখ অতিবাহিত হওয়ার পরবর্তী ১০ দিনের মধ্যে পুনঃঅর্থায়নের আবেদনপত্র দাখিল করবে। তবে, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ইচ্ছে করলে মাসিক ভিত্তিতে পুনঃঅর্থায়নের জন্য আবেদন করতে পারবে। সেক্ষেত্রে যে মাসের জন্য পুনঃঅর্থায়ন চাওয়া হবে সে মাস অতিবাহিত হওয়ার পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে আবেদনপত্র দাখিল করতে পারবে; এবং

ঙ। পরিশোধসূচী অনুযায়ী নির্ধারিত তারিখে সুদসহ পুনঃঅর্থায়নের পরিশোধযোগ্য কিস্তি বাংলাদেশ ব্যাংক-এ রক্ষিত সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের চলতি হিসাব থেকে আদায় করা হবে। সুদসহ পুনঃঅর্থায়িত অর্থ আদায়কালে বাংলাদেশ ব্যাংক-এ রক্ষিত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের চলতি হিসাবে তহবিল/স্থিতি অপর্যাপ্ততার কারণে সুদ/কিস্তি আদায় করা সম্ভব না হলে, আদায়যোগ্য অর্থ পুনঃঅর্থায়নকালে আরোপিত সুদের হার অপেক্ষা ২% (দুই শতাংশ) অধিক হারে অতিরিক্ত সময়ের সুদসহ আদায় করা হবে।

২.৯। **ঋণ বিতরণ ব্যবস্থাঃ** এ স্কিমের আওতায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজস্ব শাখা/উপশাখা/এজেন্ট ব্যাংকিং/মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (এমএফএস) এর মাধ্যমে ঋণ প্রদান করতে পারবে।

২.১০। **শিডিউল অব চার্জেসঃ** এ স্কিমের আওতায় প্রদত্ত ঋণের বিপরীতে ফি/চার্জ নির্ধারণের ক্ষেত্রে "শিডিউল অব চার্জেস" সংক্রান্ত বিষয়ে তফসিলি ব্যাংকসমূহের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশনা এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশনা পরিপালনীয় হবে।

২.১১। **শরীয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংকিংঃ** শরীয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ উপর্যুক্ত শর্তাবলির ব্যত্যয় না ঘটিয়ে স্বীয় অনুমোদিত বিনিয়োগ পদ্ধতির ভিত্তিতে এ স্কিমের আওতায় গ্রাহককে অর্থায়ন করতে পারবে। তবে, আদায়কৃত মুনাফা বার্ষিক ৭% (সাত শতাংশ) এর অধিক হতে পারবে না।

২.১২। **মনিটরিংঃ** ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক সরাসরি ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণের ক্ষেত্রে গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণ, আদায় ও সদ্ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়াদি সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নিয়মিত মনিটরিং এর মাধ্যমে নিশ্চিত করবে। প্রতি ত্রৈমাস অন্তে এর অব্যবহিত ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে পরিচালক (এসএমইএসপিডি), এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা বরাবর এতদসংক্রান্ত বিবরণী নির্ধারিত ছকে (সংযোজনী-ঘ মোতাবেক) দাখিল করতে হবে। এছাড়া, ক্ষেত্রবিশেষে দৈবচয়ন ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংক যেকোন সময়ে পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

৩। **অন্যান্য শর্তঃ**

৩.১। এ স্কিমের আওতায় গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণের সকল পর্যায়ে এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-০২/২০১৯ এ বর্ণিত নির্দেশনাবলী যথাযথভাবে পরিপালন নিশ্চিত করতে হবে;

৩.২। এ স্কিমের আওতায় পুনঃঅর্থায়নকৃত অর্থ এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-০২/২০১৯ এর আওতাবহির্ভূত অন্য কোন খাতে ব্যবহার করা হলে বা ঋণ/বিনিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে বর্ণিত নীতিমালা অনুসরণ করা না হলে বা কোন শর্ত লঙ্ঘন করা হলে বা কোন তথ্য গোপন করলে বা মিথ্যা তথ্য প্রদান করলে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পুনঃঅর্থায়িত অর্থের ওপর ব্যাংক রেটে সুদ/মনুাফাসহ সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে এককালীন আদায় করা হবে;

৩.৩। একক গ্রাহক বা গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধার সর্বোচ্চ সীমা (Single Borrower Exposure Limit) সংক্রান্ত প্রযোজ্য নীতিমালা [তফসিলি ব্যাংকসমূহের ক্ষেত্রে ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত এতদসংক্রান্ত নির্দেশনা এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রে "আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩" এ বর্ণিত নির্দেশনা] অনুসরণ করতে হবে;

৩.৪। যথাযথ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ সম্পর্কিত বিধি-বিধানের পরিপালন নিশ্চিত করতে হবে;

৩.৫। গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগ আদায়ের সকল দায়-দায়িত্ব ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণকারী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ওপর ন্যস্ত থাকবে। গ্রাহক পর্যায়ে উক্ত ঋণ/বিনিয়োগ আদায়ের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনাকে সম্পর্কিত করা যাবে না; এবং

৩.৬। পুনঃঅর্থায়ন গ্রহণের প্রতিটি ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানকে পুনঃঅর্থায়ন হিসেবে গৃহীত সমপরিমাণ অর্থের প্রতিশ্রুতি পত্র (Demand Promissory Note) প্রদান করতে হবে।

ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৪৫ ধারা এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এর ১৮ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ নির্দেশনা জারি করা হলো।

এ নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মোঃ জাকের হোসেন)
পরিচালক (এসএমইএসপিডি)
ফোনঃ ৯৫৩০৫০২

বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ।
www.bb.org.bd

এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্ট

এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-২

তারিখঃ ভাদ্র ২১, ১৪২৬ / সেপ্টেম্বর ০৫, ২০১৯

প্রধান নির্বাহী/ব্যবস্থাপনা পরিচালক
বাংলাদেশের সকল তফসিলি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান

কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগে (সিএমএসএমই) অর্থায়ন সংক্রান্ত মাস্টার সার্কুলার

কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের সংজ্ঞা ও ঋণ সীমা, সিএমএসএমই অর্থায়ন, নারী উদ্যোগ ও বিভিন্ন পুনঃঅর্থায়ন স্কীম সংক্রান্ত বিষয়ে ইতঃপূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে বিভিন্ন নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। উল্লিখিত বিষয়ে ইতঃপূর্বে জারিকৃত নির্দেশনাসমূহের অধিকতর সংশোধন ও সময়োপযোগী নতুন নতুন নির্দেশনা সংযোজনপূর্বক বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্ট এর বিদ্যমান নির্দেশনাসমূহ একীভূত করে এই সমন্বিত মাস্টার সার্কুলারটি জারি করা হ'ল এবং এ বিভাগ হতে ইতঃপূর্বে জারিকৃত সকল সার্কুলার এবং সার্কুলার লেটার এর নির্দেশনাবলী (প্রকল্প ব্যতীত) রহিত করা হ'ল।

১। সংজ্ঞা

১.১ **উৎপাদনশীল শিল্প** ঃ পণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংযোজন এবং পরবর্তীতে উৎপাদিত পণ্যের পুনঃসামঞ্জস্যকরণ ও প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত সকল প্রকার কর্মকাণ্ডই উৎপাদনশীল (ম্যানুফ্যাকচারিং) শিল্প হিসেবে বিবেচিত হবে।

১.২ **সেবা শিল্প** ঃ যন্ত্রপাতি কিংবা স্থায়ী সম্পদ বা মেধাসম্পদের উল্লেখযোগ্য ব্যবহারের মাধ্যমে যে সকল সহায়ক উপযোগ সৃষ্টিকারী কর্ম সম্পাদিত হয় সেগুলি সেবা (সার্ভিস) শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হবে। জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬ এ উল্লিখিত সেবা শিল্পের তালিকাটি (সংযোজনী-১) এ সার্কুলারে সন্নিবেশিত হ'ল।

১.৩ **ব্যবসা উদ্যোগ** ঃ পণ্য ক্রয় বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন সংক্রান্ত সকল কর্মকাণ্ড ব্যবসা (ট্রেডিং) উদ্যোগ হিসেবে বিবেচিত হবে।

১.৪. **নারী উদ্যোগ/উদ্যোক্তা** ঃ যদি কোন নারী ব্যক্তি মালিকানাধীন বা প্রোপ্রাইটরি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে স্বত্বাধিকারী বা প্রোপ্রাইটর হন কিংবা 'অংশীদারী প্রতিষ্ঠান' বা 'রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানীজ এন্ড ফার্মস' এ নিবন্ধিত প্রাইভেট কোম্পানীর পরিচালক বা শেয়ার হোল্ডারগণের মধ্যে অন্যূন ৫১% (শতকরা একান্ন ভাগ) অংশের মালিক হন তাহলে তিনি বা তাঁরা নারী উদ্যোক্তা হিসেবে পরিগণিত হবেন এবং ঐ উদ্যোগটি নারী উদ্যোগ হিসেবে বিবেচিত হবে।

১.৫ **নতুন উদ্যোক্তা** ঃ যারা পূর্বে ব্যবসায়িক কাজে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে কোন অর্থায়ন/বিনিয়োগ সুবিধা গ্রহণ করেননি, তারাই কেবলমাত্র নতুন উদ্যোক্তা হিসেবে বিবেচিত হবেন। এক্ষেত্রে, ঋণ আবেদন গ্রহণকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের সিআইবি রিপোর্ট দেখে বিষয়টি নিশ্চিত করবে।

১.৬ **অগ্রাধিকার খাত** ঃ জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬ তে বর্ণিত অগ্রাধিকার খাতসমূহ (সংযোজনী-২) সিএমএসএমই অর্থায়নে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে বিবেচিত হবে।

২। **কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ (সিএমএসএমই)**

২.১ জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬ এ প্রদত্ত কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সংজ্ঞার আলোকে কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোগকে নিম্নরূপে সংজ্ঞায়িত করা হ'ল ঃ

শিল্প উদ্যোগের ধরন	উপখাত	শিল্প উদ্যোগের ধরন নির্ণয়ের মানদণ্ড	
		জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ শিল্প প্রতিষ্ঠানের মোট স্থায়ী সম্পদের মূল্য	শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত/কর্মরত জনবলের সংখ্যা
কুটির শিল্প	উৎপাদনশীল শিল্প	১০ লক্ষ টাকার নিচে	পারিবারিক সদস্যসহ অন্যান্য সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হবে তবে ১৫ জনের অধিক নয়
মাইক্রো শিল্প	উৎপাদনশীল শিল্প	১০ লক্ষ টাকা থেকে ৭৫ লক্ষ টাকার নিচে	১৬ থেকে ৩০ জন বা তার চেয়ে কম
	সেবা শিল্প	১০ লক্ষ টাকার নিচে	সর্বোচ্চ ১৫ জন
ক্ষুদ্র শিল্প	উৎপাদনশীল শিল্প	৭৫ লক্ষ টাকা থেকে ১৫ কোটি টাকার নিচে	৩১ থেকে ১২০ জন
	সেবা শিল্প	১০ লক্ষ টাকা থেকে ২ কোটি টাকার নিচে	১৬ থেকে ৫০ জন
মাঝারি শিল্প	উৎপাদনশীল শিল্প	১৫ কোটি টাকার অধিক কিন্তু ৫০ কোটি টাকার বেশি নয়	১২১ থেকে ৩০০ জন; তবে তৈরি পোশাক শিল্প/শ্রমঘন শিল্প এর জন্য সর্বোচ্চ ১০০০ জন
	সেবা শিল্প	২ কোটি টাকা থেকে ৩০ কোটি টাকা	৫১ থেকে ১২০ জন

২.২ মাইক্রো ও ক্ষুদ্র ব্যবসা উদ্যোগে প্রদত্ত ঋণ ব্যতীত অন্যান্য ব্যবসা উদ্যোগে প্রদত্ত ঋণকে সিএমএসএমই ঋণ হিসেবে প্রদর্শন করা যাবে না। মাইক্রো ও ক্ষুদ্র ব্যবসা উদ্যোগকে নিম্নরূপে সংজ্ঞায়িত করা হ'ল ঃ

ব্যবসা উদ্যোগের ধরন	ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ধরন নির্ণয়ের মানদণ্ড		
	জমি এবং ভবন ব্যতিরেকে প্রতিস্থাপন ব্যয় সহ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মোট স্থায়ী সম্পদের মূল্য	ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে নিয়োজত/ কর্মরত জনবলের সংখ্যা	ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের টার্নওভার/ বার্ষিক লেনদেন এর পরিমাণ
মাইক্রো	১০ লক্ষ টাকার নিচে	সর্বোচ্চ ১৫ জন	সর্বোচ্চ ২ কোটি টাকা
ক্ষুদ্র	১০ লক্ষ টাকা থেকে ২ কোটি টাকা	১৬ থেকে ৫০ জন	২ কোটি টাকার অধিক কিন্তু ২০ কোটি টাকার বেশি নয়

২.৩। গ্রুপ অব কোম্পানীজ এর অধীন কোন প্রতিষ্ঠান এককভাবে মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ হিসেবে বিবেচিত হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট গ্রুপকে এ সার্কুলারের ২.১ ও ২.২ অনুচ্ছেদে বর্ণিত শিল্প উদ্যোগ ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ধরন নির্ণয়ের মানদণ্ডের ভিত্তিতে মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। গ্রুপ এর সংজ্ঞা নির্ধারণে বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা প্রযোজ্য হবে।

২.৪। কোন একটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে একটি উদ্যোগ নিম্নতর ধাপের অন্তর্ভুক্ত হলেও অন্য একটি মানদণ্ডে সেটি উচ্চতর ধাপের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট উদ্যোগটি উচ্চতর ধাপের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে।

২.৫। উপর্যুক্ত ২.১ ও ২.২ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ এর অনুকূলে প্রদত্ত যে কোন ধরনের ঋণ সিএমএসএমই ঋণ হিসেবে গণ্য হবে।

২.৬ । **কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ (সিএমএসএমই) এর অনুকূলে প্রদেয় খাতভিত্তিক সর্বোচ্চ ঋণসীমা**

ঋণসীমা	কুটির উদ্যোগ	মাইক্রো উদ্যোগ			ক্ষুদ্র উদ্যোগ			মাঝারি উদ্যোগ	
	উৎপাদনশীল শিল্প	উৎপাদনশীল শিল্প	সেবা শিল্প	ব্যবসা উদ্যোগ	উৎপাদনশীল শিল্প	সেবা শিল্প	ব্যবসা উদ্যোগ	উৎপাদনশীল শিল্প	সেবা শিল্প
সর্বোচ্চ ঋণসীমা*	১৫ লক্ষ টাকা	১ কোটি টাকা	২৫ লক্ষ টাকা	৫০ লক্ষ টাকা	২০ কোটি টাকা	৫ কোটি টাকা	৫ কোটি টাকা	৭৫ কোটি	৫০ কোটি

*একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি সিএমএসএমই উদ্যোগের অনুকূলে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান খাত থেকে সামগ্রিকভাবে প্রদত্ত ফান্ডেড ঋণ সুবিধার মোট পরিমাণ কোনক্রমেই ঋণের সর্বোচ্চ সীমা অতিক্রম করতে পারবে না। ঋণ আবেদন গ্রহণকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের সিআইবি রিপোর্ট দেখে বিষয়টি নিশ্চিত করবে।

৩। কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ এর অনুকূলে প্রদেয় খাতভিত্তিক ঋণের লক্ষ্যমাত্রা ও তার বিভাজন

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতি বছরের জানুয়ারি মাসের শেষ কার্যদিবসের মধ্যে তাদের পূর্ববর্তী বছরের নীট ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির (মোট ঋণ ও অগ্রিম স্থিতি - মোট শ্রেণীকৃত ঋণ) ভিত্তিতে সিএমএসএমই ঋণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণপূর্বক এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্টকে অবহিত করবে। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নীট ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির মধ্যে সিএমএসএমই নীট ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির পরিমাণ প্রতিবছর কমপক্ষে ১% বৃদ্ধিসহ আগামী ২০২৪ সালের মধ্যে অন্যূন ২৫% এ উন্নীত করতে হবে। ২০২৪ সাল অন্তে অর্জিত লক্ষ্যমাত্রার নির্ধারিত হার হবে নিম্নরূপ ঃ

বিষয়াবলী	২০২৪ সাল অন্তে অর্জিত লক্ষ্যমাত্রার হার
সিএমএসএমই নীট ঋণ ও অগ্রিম স্থিতি	নীট ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির ২৫%
কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র উদ্যোগে নীট ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির পরিমাণ	সিএমএসএমই নীট ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির ৫০%
নারী উদ্যোগে নীট ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির পরিমাণ	সিএমএসএমই নীট ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির ১৫%
সিএমএসএমই নীট ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির খাতভিত্তিক বিভাজন	উৎপাদনশীল শিল্পে অন্যূন ৪০%, সেবা শিল্প অন্যূন ২৫% এবং ব্যবসা খাতে সর্বোচ্চ ৩৫%

৪। সিএমএসএমই অর্থায়ন সংক্রান্ত সাধারণ নির্দেশনাবলী

৪.১ কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের অর্থায়নে প্রতিটি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে পৃথক ব্যবসায়িক কৌশল প্রণয়ন করতে হবে। পাশাপাশি গ্রাহকদের চাহিদা ও বিভিন্ন অর্থনৈতিক খাতের প্রকৃতি অনুযায়ী ঋণ ও আমানতের উদ্ভাবনীমূলক পণ্য উন্নয়ন ও বিপণন করতে হবে। প্রতিটি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সিএমএসএমই কার্যক্রম সুচারুরূপে সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারীকে সিএমএসএমই অর্থায়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৪.২ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কোন একটি নির্দিষ্ট এলাকায় এক বা একাধিক পণ্য বা সেবাকে কেন্দ্র করে ক্লাস্টার ও ভ্যালু চেইন ভিত্তিক শিল্প উদ্যোগে বিনিয়োগের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবে।

৪.৩ যে সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের গ্রাম/পল্লী এলাকায় যথেষ্ট পরিমাণে শাখা নেই, সে সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিজস্ব সক্ষমতার মাধ্যমে সিএমএসএমই ঋণ বিতরণের পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত 'এজেন্ট ব্যাংকিং' নীতিমালার আওতায় অনুমোদন প্রাপ্ত এজেন্টদের সহায়তা গ্রহণ করে সিএমএসএমই ঋণ বিতরণ করতে পারে। এছাড়াও, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নিম্নোক্তভাবে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে ঃ

ক) তথ্য প্রযুক্তি এবং ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের সহায়তায় ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে।

খ) মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির (MRA) অনুমোদন প্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের (MFI) সাথে লিংকেজের মাধ্যমে কুটির ও মাইক্রো উদ্যোগে ঋণ বিতরণ করতে পারবে। তবে, এক্ষেত্রে ঋণের সকল দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর বর্তাবে এবং উক্ত ঋণ গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণের পরই তা কেবলমাত্র কুটির ও মাইক্রো উদ্যোগ ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে।

৪.৪ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয় ও শাখা পর্যায়ে স্টেটমেন্ট অফ অ্যাফেয়ার্সে সিএমএসএমই ঋণ আলাদাভাবে প্রদর্শন করতে হবে।

৫। ঋণ আবেদন ও মঞ্জুরি প্রক্রিয়া

৫.১ সিএমএসএমই খাতে বিশেষত কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতের উদ্যোক্তাগণের ঋণ/বিনিয়োগ হিসাব খোলার জন্য নমুনা অনুযায়ী (সংযোজনী-৩) বাংলা ভাষায় প্রণীত আবেদনপত্র ব্যবহার করতে হবে। অন্যান্য ঋণ অবেদনপত্র থেকে এ আবেদনপত্রের কাগজের রং ভিন্ন হতে হবে।

৫.২ ব্যাংক কর্মকর্তাগণ কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাগণকে ঋণ আবেদনপত্র পূরণে সহায়তা করবে এবং আবেদনপত্র প্রাপ্তির রশিদ প্রদান করবে। পূর্ণ ঋণ আবেদন প্রাপ্তির ১০ কার্যদিবসের মধ্যে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করতঃ সংশ্লিষ্ট গ্রাহককে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে। কুটির ও মাইক্রো উদ্যোগের ক্ষেত্রে ঋণ মঞ্জুরি প্রক্রিয়া সম্পাদনে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ শাখা পর্যায়ে উক্ত উদ্যোগের ঋণ মঞ্জুরি প্রক্রিয়া চূড়ান্তকরণের ক্ষমতা অর্পণের বিষয়টি বিবেচনা করবে। ঋণ মঞ্জুরির পর দ্রুততম সময়ের মধ্যে ঋণ বিতরণ করতে হবে।

৫.৩ কোন ঋণ আবেদন প্রত্যাখ্যাত হলে, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের যে পর্যায়ে ঋণের আবেদন প্রত্যাখ্যাত হবে তার পরবর্তী উচ্চ ধাপের নিকট আবেদনকারী তার ঋণ আবেদন পুনঃবিবেচনার জন্য দাখিল করতে পারবেন। তবে, ঋণ আবেদন চূড়ান্তভাবে প্রত্যাখ্যাত হলে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক লিখিতভাবে আবেদন প্রত্যাখ্যানের কারণ আবেদনকারীকে অবহিত করতে হবে।

৫.৪ শাখা পর্যায়ে সিএমএসএমই ঋণ সংক্রান্ত তথ্যাদি সংরক্ষণ করতে হবে। উক্ত তথ্য ভান্ডারে ঋণ আবেদন প্রাপ্তি, ঋণ মঞ্জুরি ও বিতরণের তারিখ এবং ঋণ আবেদন প্রত্যাখাত হলে তার কারণ ও তারিখ লিপিবদ্ধ করতে হবে। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ উক্ত তথ্য পরবর্তী ন্যূনতম ০৫ (পাঁচ) বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করবে।

৬। শিডিউল অব চার্জেস, ঋণের সুদ হার ও অন্যান্য বিষয়

৬.১ সিএমএসএমই ঋণের শিডিউল অব চার্জেস এবং সুদ হার সাধারণভাবে সকল ব্যাংকের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত এ সংক্রান্ত নির্দেশনা এবং সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত এ সংক্রান্ত নির্দেশনা অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।

৬.২ উল্লিখিত ৪.৩ (খ) ক্রমিকে বর্ণিত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিতরণকৃত ঋণের সুদহার গ্রাহক পর্যায়ে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশনা অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।

৬.৩ প্রতিটি ব্যবসার প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের জন্য যথাযথ গ্রেস পিরিয়ডের সুবিধা প্রদান করতে হবে। কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র উদ্যোগের ক্ষেত্রে চলতি মূলধনের চাহিদা পূরণে চলমান ঋণ মঞ্জুর অব্যাহত রাখার এবং ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে মেয়াদি ঋণের (০১ বছর হতে সর্বোচ্চ ০৫ বছর পর্যন্ত) ক্ষেত্রে ০৩ (তিন) মাস হতে ০৬ (ছয়) মাস গ্রেস পিরিয়ড প্রদানের বিষয়টি আবশ্যিকভাবে বিবেচনা করতে হবে।

৭। সহায়ক জামানত ব্যতিরেকে ঋণ প্রদান

সিএমএসএমই ঋণের প্রসারে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জামানতের বিষয়টিকে অন্যতম সমস্যা হিসেবে গণ্য করা হয়। এ সমস্যা সমাধানে ব্যক্তিগত, সামাজিক ও গ্রুপ গ্যারান্টিকে জামানত হিসেবে বিবেচনা করা যাবে। এছাড়া, ক্ষেত্র বিশেষে ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক পূর্বে গৃহীত কোন প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের মূল্যায়ন (Credit history/Performance) এর বিষয়টিকে বিবেচনায় নিয়ে জামানতবিহীন ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

৭.১ ব্যক্তিগত গ্যারান্টি

ব্যক্তিগত গ্যারান্টি বলতে ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান ও ঋণগ্রহীতার মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির আওতায় গৃহীত ঋণের আদায় সুরক্ষার লক্ষ্যে উভয় পক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য কোন ব্যক্তির অঙ্গীকারনামাকে বোঝাবে। এক্ষেত্রে একের অধিক ব্যক্তিগত গ্যারান্টিকে বাধ্যতামূলক করা যাবে না।

৭.২ সামাজিক গ্যারান্টি

সামাজিক গ্যারান্টি বলতে ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান ও ঋণগ্রহীতার মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির আওতায় গৃহীত ঋণের আদায় সুরক্ষার লক্ষ্যে উভয় পক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য সামাজিক কোন প্রতিষ্ঠান/সংস্থার অঙ্গীকারনামাকে বোঝাবে। উদাহরণস্বরূপ, কোন ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত ঋণের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট চেম্বার/এসোসিয়েশন/ব্যবসায়ী সংগঠন/সিএমএসএমই বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত অঙ্গীকারনামার বিষয়টিকে সামাজিক জামানত হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।

৭.৩ গ্রুপ গ্যারান্টি

গ্রুপভিত্তিক ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত কোন সদস্য কর্তৃক গৃহীত ঋণের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট গ্রুপ কর্তৃক সামষ্টিকভাবে প্রদত্ত গ্যারান্টিকে গ্রুপ জামানত হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে গ্রুপের কোন সদস্য খেলাপি হলে পুরো গ্রুপকে খেলাপি হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

৮। সিএমএসএমই ডাটাবেজ

প্রত্যেক ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ সিএমএসএমই ডাটাবেজ গড়ে তুলবে। ডাটাবেজে গ্রাহক প্রতিষ্ঠান/মালিকের ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়িক তথ্য, সঞ্চয় ও ঋণ বিষয়ক তথ্য এবং ব্যবসায়িক সাফল্য বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হবে। এ ডাটাবেজ প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কোর ব্যাংকিং সফ্টওয়্যারের সাথে সমন্বিত থাকতে হবে।

৯। নারী উদ্যোগ অর্থায়নে বিশেষ নির্দেশনাসমূহ

৯.১ Women Entrepreneurs' Development Unit

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধান কার্যালয়সহ আঞ্চলিক কার্যালয়ে (যদি থাকে) একটি Women Entrepreneurs' Development Unit (নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ইউনিট) গঠন করবে। এ ইউনিট শাখা পর্যায়ের Women Entrepreneurs' Dedicated Desk সমূহের কার্যক্রম মনিটরিং করবে। নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ইউনিটে নারী কর্মকর্তা নিয়োজিত করার বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করা যেতে পারে।

৯.২ Women Entrepreneurs' Dedicated Desk স্থাপন

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে আবশ্যিকভাবে প্রতিটি শাখায় স্বতন্ত্র Women Entrepreneurs' Dedicated Desk স্থাপন এবং সেখানে প্রয়োজনীয় উপযুক্ত জনবল (সম্ভব হলে নারী কর্মকর্তা) নিয়োগ করে তাদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৯.৩ নতুন নারী উদ্যোক্তা চিহ্নিতকরণ, প্রশিক্ষণ প্রদান ও অর্থায়ন

প্রতি বছর ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিটি শাখা তার আওতাধীন এলাকায় ন্যূনতম ০৩ (তিন) জন উদ্যোগ গ্রহণে আগ্রহী নারী বা নারী উদ্যোক্তাকে (যারা ইতঃপূর্বে কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে কোন প্রকার ঋণ গ্রহণ করেননি) খুঁজে বের করবে। এ সকল উদ্যোক্তাকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করবে এবং এদের মধ্য থেকে ন্যূনতম ০১ (এক) জনকে ঋণ প্রদান করবে।

৯.৪ পুনঃঅর্থায়ন স্কীম বিষয়ক

বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের আওতায় নারী উদ্যোক্তাদেরকে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে তৃতীয় পক্ষের ব্যক্তিগত গ্যারান্টিকে বিকল্প জামানত হিসেবে বিবেচনা করে সর্বোচ্চ ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ সুবিধা সহায়ক জামানত ব্যতিরেকে প্রদানের বিষয়টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বিবেচনা করবে।

১০। তথ্য ও উপাত্ত দাখিল

১০.১ সিএমএসএমই খাতে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রাসহ ঋণ বিতরণ সংক্রান্ত তথ্য ও উপাত্ত সংযোজিত ছক অনুযায়ী (সংযোজনী-৪,৫,৬,৭, ও ৮) ত্রৈমাসিক ও বাৎসরিক ভিত্তিতে নির্ধারিত সময়ের (ত্রৈমাসিক বিবরণী প্রতি ত্রৈমাসান্তে পরবর্তী মাসের শেষ কার্য দিবস এবং বাৎসরিক বিবরণী প্রতি বছরান্তে পরবর্তী মাসের শেষ কার্য দিবস) মধ্যে যথাযথভাবে এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্ট এ দাখিল করতে হবে।

১০.২ কৃষিভিত্তিক শিল্পে ঋণ বিতরণ সংক্রান্ত বিবরণী (সংযোজনী-৯) এবং শিল্প ঋণ সংক্রান্ত বিবরণী (সংযোজনী-১০) ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে নির্ধারিত সময়ের (প্রতি ত্রৈমাসান্তে পরবর্তী মাসের শেষ কার্য দিবস) মধ্যে যথাযথভাবে এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্ট এ দাখিল করতে হবে।

১০.৩ কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগে নন-ফান্ডেড ঋণ সুবিধা প্রদান করা হলে সিএমএসএমই অর্থায়নে সে তথ্য রির্পোটযোগ্য হবে না। তবে, কোন একটি উদ্যোগের অনুকূলে প্রদত্ত নন-ফান্ডেড ঋণ সুবিধা ফান্ডেড সুবিধায় রূপান্তরিত হলে তা রিপোর্টিং এর ক্ষেত্রে এ সার্কুলারের ০২ নং ক্রমিকে বর্ণিত শিল্প উদ্যোগ ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ধরণ নির্ণয়ের মানদণ্ড ও ঋণের সর্বোচ্চ সীমা অনুসরণযোগ্য হবে।

১০.৪ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক প্রেরিত তথ্য ও উপাত্তের সঠিকতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক এর কর্মকর্তাগণ প্রয়োজনানুসারে সরেজমিনে উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের সংশ্লিষ্ট দলিলাদি পরিদর্শন করতে পারবেন। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সময়ে সময়ে সিএমএসএমই ঋণ সংক্রান্ত যে কোন তথ্য ও উপাত্ত এ বিভাগের চাহিদা অনুসারে সরবরাহ করবে।

১১। পুনঃঅর্থায়ন স্কীমসমূহ

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে সিএমএসএমই খাতে ঋণ বিতরণকে অধিকতর উৎসাহিত করতে বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংক নিম্নোক্ত ০৪ (চার) টি পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের আওতায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করছে ঃ

১১.১ কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য মফস্বলভিত্তিক শিল্প স্থাপনে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম

দেশের গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে কৃষি খাতের পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপন ও তদ্‌সংক্রান্ত সহায়ক সেবা প্রদানকারী খাতে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক অর্থায়নকে উৎসাহিতকরণের লক্ষ্যে এ স্কীমটি চালু রয়েছে। এ স্কীমের আওতায় বিনিয়োগযোগ্য খাত, এলাকা এবং একক উদ্যোগের জন্য পুনঃঅর্থায়নযোগ্য ঋণের সীমা নিম্নরূপ ঃ

ক. শিল্পটি দেশের সকল বিভাগীয় সদর, নারায়ণগঞ্জ শহর এবং ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার বাহিরে অবস্থিত হতে হবে;
খ. শিল্পটির স্থায়ী সম্পদের পরিমাণ (ভূমি ও ইমারতের মূল্য ব্যতীত) অনূর্ধ্ব ১০ (দশ) কোটি টাকা হতে হবে;
গ. শিল্পটিকে কৃষিভিত্তিক শিল্পের তালিকা (সংযোজনী-১১) এ বর্ণিত এক বা একাধিক কৃষিভিত্তিক শিল্প খাতের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। তবে, তালিকা বহির্ভূত এতদ্‌সংক্রান্ত অন্যান্য উপযোগী শিল্পে প্রদত্ত ঋণের বিপরীতেও এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্ট এর পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা যেতে পারে ; এবং
ঘ. একক উদ্যোক্তাকে চলতি মূলধন ঋণ এবং মেয়াদি ঋণ বিতরণের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন প্রদানের সর্বোচ্চ সীমা হবে যথাক্রমে ০৩(তিন) কোটি এবং ১০ (দশ) কোটি টাকা।

১১.২ স্মল এন্টারপ্রাইজ খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম

দেশে ক্ষুদ্র শিল্প ও ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে আলোচ্য স্কীমটি চলমান রয়েছে। এ স্কীমের আওতায় উৎপাদনশীল, সেবা ও ব্যবসা খাতে প্রদত্ত ঋণের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। স্মল এন্টারপ্রাইজ বলতে অত্র সার্কুলারে বর্ণিত কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র উদ্যোগকে বোঝাবে। এ স্কীমের আওতায় নারী উদ্যোক্তাগণকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শিল্প, সেবা ও ব্যবসা খাতে প্রদত্ত ঋণের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়। নারী উদ্যোক্তা ব্যতীত অন্যান্য উদ্যোক্তার ক্ষেত্রে কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র উদ্যোগে কেবল শিল্প ও সেবা খাতে তহবিল পর্যাপ্ততা সাপেক্ষে প্রদত্ত ঋণের ১০০% পুনঃঅর্থায়ন করা হবে। উল্লেখ্য, কোন একক নারী উদ্যোগ/উদ্যোক্তাকে এককভাবে অর্থায়ন করা না গেলে একাধিক নারী উদ্যোক্তাকে গ্রুপ ভিত্তিতে অর্থায়নের বিপরীতে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান অত্র স্কীমের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার জন্য আবেদন করতে পারবে। উক্ত তহবিলের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন প্রদানের সীমা নিম্নরূপ ঃ

ক. কুটির শিল্প উদ্যোগে সর্বনিম্ন ১০ হাজার টাকা হতে সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকা ;
খ. মাইক্রো উদ্যোগে সর্বনিম্ন ২৫ হাজার টাকা হতে সর্বোচ্চ ২০ লক্ষ টাকা ; এবং
গ. ক্ষুদ্র উদ্যোগে সর্বনিম্ন ৫০ হাজার টাকা হতে সর্বোচ্চ ৫০ লক্ষ টাকা।

১১.৩ কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতে নতুন উদ্যোক্তা পুনঃঅর্থায়ন তহবিল

নতুন উদ্যোক্তা তৈরির লক্ষ্যে নতুন উদ্যোগে অর্থায়ন সহজলভ্য করে স্ব-কর্মসংস্থান উৎসাহিত করতে "কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতে নতুন উদ্যোক্তা পুনঃঅর্থায়ন তহবিল" এর আওতায় পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। উক্ত তহবিলের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন প্রাপ্তির শর্তাবলী ও পুনঃঅর্থায়ন সীমা নিম্নরূপ ঃ

ক. নতুন উদ্যোক্তার প্রস্তাবিত উদ্যোগের বিষয়ে যথাযথ কারিগরি শিক্ষা ও জ্ঞান থাকতে হবে। প্রকল্প ব্যয়ের নূন্যতম ২০% উদ্যোক্তাকে নিজ উৎস হতে বহন করতে হবে এবং প্রস্তাব দাখিলের সময়ে উদ্যোক্তার বয়স ন্যূনতম ১৮ হতে হবে।

খ. ঋণ আবেদনকারী নতুন উদ্যোক্তা বিভিন্ন সরকারি বা বেসরকারি উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান এবং সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় আইসিটি, ব্যবসা পরিচালনা, বাজারজাতকরণ, ইত্যাদি বিষয়ে সফলভাবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকলে অত্র তহবিলের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবেন। তবে, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের নিজস্ব ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কৌশলের মাধ্যমে স্ব-উদ্যোগ গ্রহণে আগ্রহী নতুন উদ্যোক্তার ঋণ ঝুঁকি যাচাই করে ঋণ প্রদান করবে।

গ. সহায়ক জামানতবিহীন ঋণের ক্ষেত্রে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নতুন উদ্যোক্তা হতে ব্যক্তিগত জামানত/তৃতীয় পক্ষ জামানত/ সামাজিক জামানত গ্রহণ করতে পারবে। সামাজিক জামানতের আওতায় নতুন উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানও জামানত প্রদান করতে পারবে।

ঘ. উক্ত তহবিলের আওতায় সাধারণভাবে সহায়ক জামানতবিহীন ঋণের বিপরীতে সর্বোচ্চ ১০(দশ) লক্ষ টাকা পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হবে। তবে, উদ্যোগের প্রকৃতি ও উৎপাদিত পণ্য ও সেবার বাজার বিবেচনান্তে ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে সহায়ক জামানতবিহীন ঋণ প্রয়োজনে ১০(দশ) লক্ষ টাকার অধিক বিতরণ করা যাবে। এ স্কীমের আওতায় সহায়ক জামানত থাকা সাপেক্ষে প্রদত্ত ঋণের বিপরীতে সর্বোচ্চ ২৫(পঁচিশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হবে।

১১.৪ 'কৃষি ভিত্তিক শিল্প', 'ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা' এবং 'কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতে নতুন উদ্যোক্তা' খাতে ইসলামী শরীয়াহ্ ভিত্তিক অর্থায়নের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন তহবিল

ইসলামী শরীয়াহ্ মোতাবেক পরিচালিত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের বিতরণকৃত সিএমএসএমই ঋণ/অর্থায়ন প্রদানের বিপরীতে এ সার্কুলারের ১১.১, ১১.২ ও ১১.৩ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত 'কৃষিভিত্তিক শিল্প', 'ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা' এবং 'কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতে নতুন

উদ্যোক্তা' তহবিলসমূহের আওতায় উল্লিখিত শর্তাবলী পরিপালন সাপেক্ষে এ স্কীমের অধীনে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রাপ্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

১১.৫ পুনঃঅর্থায়ন স্কীমসমূহের জন্য সাধারণ নির্দেশাবলী

ক. অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ (PFIs) ঃ আগ্রহী এবং পুনঃঅর্থায়ন প্রাপ্তির যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্ট এর সাথে একটি অংশগ্রহণ চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। চুক্তিবদ্ধ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য হবে। এ অংশগ্রহণ চুক্তি দ্বারা অংশগ্রহণকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্কীমসমূহের আওতায়, সময়ে সময়ে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে জারিকৃত সকল নীতিমালার পরিপালন সাপেক্ষে, গৃহীত সমুদয় ঋণের সুদসহ পরিশোধ নিশ্চিত করতে হবে।

খ. পুনঃঅর্থায়ন ঋণ সুবিধা প্রদানের হার ঃ পুনঃঅর্থায়ন ঋণ সুবিধা সর্বোচ্চ ১০০% পর্যন্ত 'আগে আসলে আগে পাবেন' ভিত্তিতে প্রদান করা হবে।

গ. পুনঃঅর্থায়নযোগ্য ঋণের ধরন ঃ প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থায় অর্থায়নের ক্ষেত্রে পুনঃঅর্থায়ন স্কীমসমূহের আওতায় চলতি ও মেয়াদি ঋণ (সর্বোচ্চ ০৫ বছর) অর্থায়ন করা যাবে। শরীয়াহ্ ভিত্তিক অর্থায়নের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে ১(এক) বছর মেয়াদি পুনঃঅর্থায়ন প্রদান করা হবে যা সচল ও অশ্রেণীকৃত থাকা সাপেক্ষে মূল অর্থায়নের বিনিয়োগকাল পর্যন্ত নবায়নযোগ্য।

ঘ. পুনঃঅর্থায়নের উপর প্রদেয় সুদ/মুনাফার হার ঃ প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থায় অর্থায়নের ক্ষেত্রে প্রদত্ত পুনঃঅর্থায়নে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর ব্যাংক হারে (সময়ে সময়ে পরিবর্তনশীল) সুদ প্রযোজ্য হবে।

শরীয়াহ্ ভিত্তিক অর্থায়নের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক গৃহীত পুনঃঅর্থায়ন যোগানের উপর সংশ্লিষ্ট অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাবের বিদ্যমান মুনাফার হার অথবা সময়ে সময়ে বিদ্যমান ব্যাংক হারের মধ্যে যেটি কম সে হারে মুনাফা/মার্কআপ প্রদেয় হবে। শরীয়াহ্ ভিত্তিতে পরিচালিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মুদারাবা সঞ্চয়ী কার্যক্রম না থাকলে ইসলামী ব্যাংকগুলোর ঘোষিত মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাবের বিদ্যমান মুনাফার গড় হার অথবা বিদ্যমান ব্যাংক হারের মধ্যে যেটি কম সে হারে মুনাফা/মার্কআপ প্রদেয় হবে।

ঙ. পুনঃঅর্থায়নযোগ্য ঋণের উপর গ্রাহক পর্যায়ে আরোপযোগ্য সুদ হার ঃ প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থায় অর্থায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পুনঃঅর্থায়ন সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের উপর আরোপিত সুদ হার/ব্যাংক হার এর সাথে সর্বোচ্চ ৪% যোগকরতঃ গ্রাহক পর্যায়ে সুদের হার নির্ধারণ করবে।

শরীয়াহ্ ভিত্তিক অর্থায়নের ক্ষেত্রে গ্রাহক পর্যায়ে বিনিয়োগের বিপরীতে গৃহীত মুনাফার হার/মার্কআপ প্রচলিত ব্যাংক হার ও মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাবের গড় মুনাফার হার এর যোগফলের চেয়ে বেশি হবে না।

চ. পুনঃঅর্থায়ন প্রাপ্তির আবেদন প্রক্রিয়া ঃ অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ নির্ধারিত ছকে [সংযোজনী-১২ও ১২(ক)] প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রদানপূর্বক প্রতি মাস অন্তে পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে পুনঃঅর্থায়নের জন্য আবেদন দাখিল করবে। উল্লিখিত সময়ের মধ্যে আবেদন দাখিলে ব্যর্থ হলে তা তদ্‌পরবর্তী সর্বোচ্চ ০২ (দুই) মাসের মধ্যে অবশ্যই দাখিল করতে হবে। আবেদন পত্রের সাথে উদ্যোক্তার ট্রেড লাইসেন্স, জাতীয় পরিচয়পত্র/পাসপোর্ট এবং ঋণ মঞ্জুরি পত্রের কপিসহ অন্যান্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিল অব এন্ট্রি, এলসি ডকুমেন্ট, ইনভয়েস, কোটেশন, লোন স্টেটমেন্ট ইত্যাদি) প্রয়োজনীয় তথ্যাদিও আবশ্যিকভাবে দাখিল করতে হবে।

ছ. প্রদেয় জামানত ঃ পুনঃঅর্থায়ন গ্রহণের প্রতিটি ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানকে পুনঃঅর্থায়ন হিসেবে গৃহীত সমপরিমাণ অর্থের প্রতিশ্রুতি পত্র (Demand Promissory Note) প্রদান করতে হবে। উক্ত প্রতিশ্রুতি পত্র পুনঃঅর্থায়ন বাবদ অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে বর্তমানে বা ভবিষ্যতে প্রাপ্য সমুদয় অর্থ এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আইনানুসারে আদায়যোগ্য অন্যান্য খরচ, চার্জ বা ব্যয় (যদি থাকে) বাবদ প্রদেয় অর্থের জন্য চলমান জামানত হিসেবে কার্যকর থাকবে। যে কোন সময় আকলন স্থিতি অথবা কোন আংশিক পরিশোধ অথবা

হিসেবে কম-বেশি অথবা জামানতের কোন অংশ প্রত্যাহৃত হলেও অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনা ঋণের জন্য সম্পাদিত চুক্তি এবং প্রতিশ্রুতি পত্র চলমান জামানত হিসেবে বহাল থাকবে।

জ. অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান হওয়ার এবং পুনঃঅর্থায়ন প্রাপ্তির যোগ্যতা ঃ

১. শ্রেণীবিন্যাসিত বিনিয়োগের হার সর্বোচ্চ ১০%;
২. বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত হারে মূলধন পর্যাপ্ততা, নগদ সংরক্ষণের হার (CRR) এবং বিধিবদ্ধ তরল সম্পদ সংরক্ষণের হার (SLR) সংরক্ষণ;
৩. একক গ্রাহকের বা গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে বিনিয়োগ সুবিধার সর্বোচ্চ সীমা সংক্রান্ত নীতিমালা অনুসরণ ;
৪. যথাযথ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ সম্পর্কিত বিধি-বিধানের পরিপালন নিশ্চিতকরণ; এবং
৫. ন্যূনতম ০৫ (পাঁচ) বছরের ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা।

তবে, প্রয়োজনে বাংলাদেশ ব্যাংক পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদানকালে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ঋণ-আমানত অনুপাত, তারল্য অবস্থা ইত্যাদি যাচাই করবে।

ঝ. পুনঃঅর্থায়ন বাবদ গৃহীত ঋণ পরিশোধ/আদায় পদ্ধতি ঃ চুক্তিতে উল্লিখিত আদায়সূচী অনুযায়ী সুদ/মুনাফাসহ পুনঃঅর্থায়িত অর্থের কিস্তি নির্ধারিত তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের মতিঝিল অফিসে রক্ষিত সংশ্লিষ্ট অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের চলতি হিসাব থেকে কর্তন করে নেয়া হবে। এলক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের চলতি হিসাবে পর্যাপ্ত তহবিল সংরক্ষণ করতে হবে।

প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থায় অর্থায়নের ক্ষেত্রে চলতি মূলধন ঋণ পুনঃঅর্থায়ন গ্রহণের তারিখ হতে ০১ (এক) বছর পূর্তিতে সুদসহ পরিশোধযোগ্য এবং মেয়াদী ঋণ পুনঃঅর্থায়ন গ্রহণের তারিখ হতে সমান ত্রৈমাসিক কিস্তিতে গ্রাহককে প্রদত্ত ঋণের সমান মেয়াদে সুদসহ পরিশোধযোগ্য। এছাড়া, গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণে গ্রেস পিরিয়ড (০৩ হতে ০৬ মাস) প্রদান করা হলে পুনঃঅর্থায়ন প্রদানের ক্ষেত্রেও অনুরূপ গ্রেস পিরিয়ড প্রদান করা হবে।

শরীয়াহ্ ভিত্তিক অর্থায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে উত্তোলিত পুনঃঅর্থায়ন যোগান ত্রৈমাসিক কিস্তিতে মুনাফাসহ প্রতি বছরে পরিশোধ্য হবে; তবে মূল অর্থায়নের বিনিয়োগকাল পর্যন্ত এর বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন ০১ (এক) বছর মেয়াদে পুনঃউত্তোলনযোগ্য হবে।

ঞ. তহবিল/স্থিতি অপর্যাপ্ততা ঃ প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থা/শরীয়াহ্ ভিত্তিক অর্থায়নের ক্ষেত্রে পুনঃঅর্থায়নের কিস্তি আদায়কালে বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত অংশগ্রহণকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের চলতি হিসাবে তহবিল/স্থিতি অপর্যাপ্ততার কারণে বকেয়া/কিস্তি আদায় করা সম্ভব না হলে, আদায়যোগ্য অর্থ পুনঃঅর্থায়নকালে আরোপিত ব্যাংক/মুনাফার হার অপেক্ষা ৫% অধিক হারে অতিরিক্ত সময়ের সুদ/মুনাফাসহ তহবিল পর্যাপ্ততা সাপেক্ষে আদায় করা হবে।

ট. দলিলাদি তলব ও প্রকল্প পরিদর্শন ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনানুসারে পুনঃঅর্থায়ন মঞ্জুরির পূর্বে বা পরে এতদ্সংক্রান্ত দলিলাদি তলব ও প্রকল্প পরিদর্শন করতে পারবে।

ঠ. অন্যান্য শর্তাবলী ঃ ঋণ গ্রহীতা নির্বাচন, ঋণ মঞ্জুরি, বিতরণ, দলিলাদি সম্পাদন, ডেট-ইক্যুইটি অনুপাত, ঋণের সদ্ব্যবহার ও তদারকির ব্যাপারে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, ঋণ নীতিমালা এবং এ সংক্রান্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনার আলোকে উদ্যোক্তার অনুকূলে ঋণ সুবিধা প্রদান করবে। বিতরণকৃত ঋণ আদায়ের সকল দায়-দায়িত্ব ঋণ বিতরণকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর ন্যস্ত থাকবে। ঋণ আদায়ের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনা পরিশোধের কোন সম্পর্ক থাকবে না।

ড. পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার আওতায় গৃহীত ঋণের অর্থ অগ্রিম সমন্বয় করা হলে করণীয় ঃ কোন অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গ্রহণকৃত পুনঃঅর্থায়ন ঋণ গ্রাহক কর্তৃক অগ্রিম সমন্বয় হলে তা অত্র বিভাগকে অবহিত করতে হবে এবং পুনঃঅর্থায়ন বাবদ গৃহীত অর্থ ফেরতের বা সমন্বয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সমন্বয়কৃত ঋণ সম্পর্কে উক্ত অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান অত্র বিভাগকে অবহিত না করলে বা কোন ভুল তথ্য প্রদানের মাধ্যমে আলোচ্য স্কীমের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করলে প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থায়/শরীয়াহ্ভিত্তিক অর্থায়নের ক্ষেত্রে উক্তরূপে গৃহীত অর্থ ব্যাংক হার/যে হারে পুনঃঅর্থায়ন করা হয়েছে তা অপেক্ষা ৫% অধিক হারে সুদ/মুনাফাসহ এককালীন আদায়যোগ্য হবে।

ঢ. পুনঃঅর্থায়ন সংশ্লিষ্ট স্থিতি নিশ্চিতকরণ ঃ এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্ট হতে প্রেরিত নির্ধারিত ছক অনুযায়ী অংশগ্রহণকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে ষান্মাসিক ভিত্তিতে (জুন ও ডিসেম্বর) এ বিভাগ সংশ্লিষ্ট তহবিলসমূহে স্থিতি নিশ্চিতকরণ সনদ (Balance Confirmation Certificate) দাখিল করতে হবে।

১২। অন্যান্য

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাদের জন্য প্রযোজ্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত সকল নির্দেশনা যথাযথভাবে পরিপালন করতে হবে।

এ সার্কুলারের নির্দেশনাবলী অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(লীলা রশিদ)
মহাব্যবস্থাপক
ফোনঃ ৯৫৩০৫০২

সেবা শিল্পসমূহ

১। তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক সেবা (আইসিটিএস) ও কর্মকান্ড। যেমন- সিস্টেমস এনালাইসিস, ডিজাইন, সলিউশন সিস্টেম উন্নয়ন, তথ্য সেবা প্রদান, কল সেন্টার সার্ভিস, অফশোর ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (ওডিসি), বিজনেস প্রসেস আউট সোর্সিং (বিপিও) ইত্যাদি

২। কৃষিভিত্তিক কর্মকান্ড, যেমন- কৃষি পণ্য, শস্য, ফলমূল ও সবজি প্রক্রিয়াজাতকরণ, মৎস্য আহরণ, মৎস্য সংরক্ষণ ও বিপণন ইত্যাদি

৩। নির্মাণ শিল্প ও হাউজিং

৪। বৈদেশিক কর্মসংস্থান

৫। বিনোদন শিল্প

৬। জিনিং এ্যান্ড বেলিং

৭। হাসপাতাল ও ক্লিনিক

৮। নিউক্লিয়ার ও এনালাইটিক্যাল সেবা (যেমন- নিউক্লিয়ার চিকিৎসা সেবা)

৯। পর্যটন ও সেবা

১০। মানব সম্পদ উন্নয়ন, উচ্চমানের মেধা ও দক্ষতাসম্পন্ন নলেজ সোসাইটি

১১। বিভিন্ন ধরনের টেস্টিং ল্যাবরেটরী

১২। ফটোগ্রাফি

১৩। টেলিকমিউনিকেশন

১৪। পরিবহন ও যোগাযোগ

১৫। ওয়্যারহাউজ

১৬। ইঞ্জিনিয়ারিং কনসালট্যান্সি

১৭। ফিলিং স্টেশন (পেট্রোল পাম্প, সি এন জি স্টেশন, কনভার্শন সেন্টার)

১৮। প্রাইভেট ইনল্যান্ড কনটেইনার ডিপো এন্ড কনটেইনার ফ্রেইট স্টেশন

১৯। ট্যাংক টার্মিনাল

২০। চেইন সুপার মার্কেট/ শপিংমল

২১। এ্যাভিয়েশন সার্ভিস

২২। ইন্সপেকশন এন্ড টেস্টিং সার্ভিস

২৩। আঞ্চলিক ফিডার ভেসেল ও কোস্টাল জাহাজ চলাচল শিল্প

২৪। ড্রাই ডকিং ও জাহাজ মেরামত শিল্প

২৫। মডার্নাইজড্ ক্লিনিং সার্ভিস ফর হাইরাইজ এপার্টমেন্টস, কমার্শিয়াল বিল্ডিং

২৬। অটো মোবাইল সার্ভিসিং

২৭। টেকনিক্যাল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউটস

২৮। বিজ্ঞাপন শিল্পখাত ও মডেলিং যেমন- প্রিন্ট মডেলিং, টিভি কমার্শিয়ালস, র‍্যাম্প মডেলিং (ক্যাট ওয়াক/ ফ্যাশন)

২৯। মানসম্মত বীজের জন্য গবেষণা এবং উন্নয়ন

৩০। আউটসোর্সিং এবং সিকিউরিটি সার্ভিস (বেসরকারিভাবে নিরাপত্তারক্ষী/ জনবল সরবরাহ)

৩১। সমুদ্রগামী জাহাজ চলাচল ব্যবসা

৩২। চলচ্চিত্র শিল্প

৩৩। নিউজ পেপার শিল্প

উচ্চ অগ্রাধিকার খাত

১। কৃষি/খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং কৃষি যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারী শিল্প
২। তৈরি পোশাক শিল্প
৩। আইসিটি/সফট্ওয়ার শিল্প
৪। ঔষধ শিল্প
৫। চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য শিল্প
৬। লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প
৭। পাট ও পাটজাত শিল্প

অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতসমূহ

১। প্লাস্টিক শিল্প
২। বৈদেশিক কর্মসংস্থান
৩। জাহাজ নির্মাণ শিল্প
৪। পরিবেশসম্মত জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প
৫। পর্যটন শিল্প
৬। হিমায়িত মৎস্য শিল্প
৭। হোম টেক্সটাইল সামগ্রী শিল্প
৮। নবায়নযোগ্য শক্তি (সোলার পাওয়ার, উইন্ড মিল)
৯। এ্যাকটিভ ফার্মাসিটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্ট শিল্প ও রেডিও ফার্মাসিটিক্যাল শিল্প
১০। ভেষজ ঔষধ শিল্প
১১। তেজস্ক্রিয় রশ্মির (বিকিরণ) প্রয়োগ শিল্প (যেমন-পচনশীল পলিমারের গুণগত মান উন্নয়ন/খাদ্য-শস্য সংরক্ষণ/চিকিৎসা সামগ্রী জীবাণুমুক্তকরণ শিল্প)
১২। পলিমার উৎপাদন শিল্প
১৩। হাসপাতাল ও ক্লিনিক
১৪। অটোমোবাইল প্রস্তুত ও মেরামতকারী শিল্প
১৫। হস্ত ও কারু শিল্প
১৬। বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী যন্ত্রপাতি (এলইডি, সিএফএল বাল্ব উৎপাদন)/ ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতি নির্মাণ শিল্প/ ইলেক্ট্রনিক মেটেরিয়েল উন্নয়ন
১৭। চা শিল্প
১৮। বীজ শিল্প
১৯। জুয়েলারি
২০। খেলনা
২১। প্রসাধনী ও টয়লেট্রিজ
২২। আগর শিল্প
২৩। আসবাবপত্র শিল্প
২৪। সিমেন্ট শিল্প